বিপ্লবী
গণলাইন

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র

১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০: ৭ম ই-সংস্করণ

সম্পাদকীয়

কৃষিবিল-শ্রমআইন সংস্কার
শাসকেরা সংকটকে সুযোগে পরিণত করেছে

করোনা সংকট পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন সংকটকে সুযোগে পরিণত করার। সম্প্রতি ১৪ ই সেপ্টেম্বর দেশের পার্লামেন্ট খোলার পর সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে দেশের বর্তমান শাসকদল বিজেপিকে।

দেশের সংকটের তীব্রতা বোঝা যায় খোদ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কথায়। তিনি সংসদে বলেছেন কেন্দ্রর খরচ ধার করেই চলছে (অবশ্যই পরোক্ষভাবে)। ১৮ সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য বলছে, কেন্দ্রের মোট দেনার বোঝা জুনের শেষে ১০১.৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন চূড়ান্ত আকারের দেনাগ্রস্ত এক দেশ। শুধু তাই নয়, গত ৬ মাসে ২০ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়েছেন। জবরদস্তি করে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সামান্যতম সুযোগ থাকে তাকে পদদলিত করে রাজ্যসভায় কৃষি ও কৃষক ধ্বংসকারী কৃষি বিল পাশ করানো হল। পুঁজিপতিদের মুনাফার হার আরও বাড়ানোর জন্য শ্রমআইন সংস্কার করে শ্রমিক ছাঁটাই করার ব্যবস্থা করা হল। শুধু মুখে নয় কাজেও নরেন্দ্র মোদীর দল করোনা সংকটকে ব্যবহার করে জনগণের উপর একের পর

এক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। একই সাথে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে দানবীয় UAPA আইনে গ্রেপ্তারী চলছে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে। উমর

পাতিয়ালায় জমিন প্রাপ্তি সংঘর্ষ কমিটির ডাকে কৃষকদের বিক্ষোভ জমায়েত: মুখ্যমন্ত্রীর প্রাসাদ ঘেরাও

খালিদ যার সর্বশেষ উদাহরণ।

দেশের জনগণের সামনে জোরদার সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকছে না। পাঞ্জাবের কৃষকদের সংগ্রাম সেই পথের এক উজ্বল উদাহরণ। দেশের মানুষ যত দ্রুত সেই পথে অগ্রসর হতে পারবে তত দ্রুত শাসকদের রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। সংগ্রামের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা বর্তমান সময়ের এক জরুরী কাজ।

❐ ভিতরের পাতায়

❐ মুখোশটা খুলে ফেলেছে রাষ্ট্র ... ... পৃষ্ঠা-৩
❐ উমর খালিদ সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই ... ... পৃষ্ঠা-৭
❐ পাতিয়ালায় কৃষক জমায়েতে বর্বর আক্রমণ পুলিশের ... ...পৃষ্ঠা-৮
❐ কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল সারা দেশ ... ... পৃষ্ঠা-১০
❐ জমি-জঙ্গলের দাবিতে ঘেরাও ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ... .পৃষ্ঠা-১১
❐ বৃহত্তর আন্দোলনের পথে কৃষকরা/ ইফটুর আহ্বানে কৃষকদের সংহতি জানিয়ে পাশে দাঁড়ালেন শ্রমিকরা ... ... পৃষ্ঠা-১২
❐ চলমান কৃষক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন পার্টির ... পৃষ্ঠা-১৩
❐ ২৩ সেপ্টেম্বর শ্রমিক প্রতিবাদ দিবস সংগঠিত ... ...পৃষ্ঠা-১৪
❐ 'কেন আমি নাস্তিক' থেকে নির্বাচিত উদ্ধৃতি ... ... পৃষ্ঠা-১৫
❐ রেল বেসরকারিকরণ- জনগণের সর্বনাশ ... ...পৃষ্ঠা-১৭
❐ এবং আরো নানা লেখা ...

মুখোশটা খুলে ফেলেছে রাষ্ট্র

—তপন রায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মোতেরা স্টেডিয়ামে ভুলভাল তথ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন এদেশে এসে; তার অভ্যর্থনার আয়োজন করতে দেশের কোষাগার থেকে অর্থের চরম অপচয় হচ্ছিল। ঢেকে দেওয়া হয়েছিল ট্রাম্পের পথের দু'পাশের রাস্তাঘাট, উচ্ছেদ হয়েছিল শত শত ঝুপড়ি — উদ্দেশ্য একটাই; দেশের দারিদ্র্য যেন ট্রাম্পের চোখে না পড়ে, কিন্তু সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে ট্রাম্পের যাত্রাপথে গড়ে উঠেছিল প্রতিবাদ। তার আগে সিএএ-এনপিআর বিরোধী আন্দোলনে দিল্লি সহ গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। দিল্লির শাহ্‌নবাগের আন্দোলন তো ইতিহাসে এক নতুন আলোকবর্তিকা।

ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। আগুন

২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সিডিআরও-র উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র

জ্বালিয়েছিল বিজেপি-আরএসএস-এর ছাতার তলায় থাকা কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লীর গোকুলপুরী, চাঁদবাগ, জাফরাবাদ সহ উত্তর-পূর্ব দিল্লীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুত্ববাদীরা একতরফা তান্ডব চালিয়েছিল। কম করে ৫৩ জন মানুষ নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন

কয়েকগুণ বেশী। অনেক আহতই আইনী জটিলতা এবং পুলিশী সন্ত্রাসের ভয়ে আহতদের তালিকায় নাম লেখান নি। অনেক মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, দিল্লী সেই সময় দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে উঠেছিল যার আঁচ এসে লেগেছিল গোটা দেশেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পোশাক দেখে দাঙ্গাবাজদের চেনার মত বিকৃত উক্তি, বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কুখ্যাত 'গোলি মারো শালে কো' অথবা বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রের সেই ভয়ংকর হুঁশিয়ারি— যদি পুলিশ ব্যবস্থা নিতে না পারে তবে ট্রাম্প চলে গেলে আমরাই ব্যবস্থা নেব ইত্যাদি প্ররোচনামূলক হুঁশিয়ারি এবং কার্যকলাপ পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। পরে অতিমারীজনিত লকডাউন শুরু হওয়াতে দাঙ্গা (বা একতরফা গণহত্যা) মুলতুবি থাকে।

কিন্তু দিল্লী পুলিশ বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিশ্চুপ ছিল না। দিল্লী পুলিশ কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে আর এই স্বরাষ্ট্র দপ্তর যেন তেন প্রকারেণ সিএএ-এনপিআর বিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য বদ্ধপরিকর। এই আন্দোলন শ্রমজীবী আপামর জনতার কাছে গণতন্ত্র রক্ষার, অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন আর বিজেপি-আরএসএস এর কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের কাছে এই আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিস্পর্ধা। কাজেই দিল্লী দাঙ্গাটা বেছে নেওয়া হল সিএএ বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম নেতাদের শায়েস্তা করার হাতিয়ার হিসাবে।

দিল্লী পুলিশের মতে দিল্লী দাঙ্গা একটি 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' যার পিছনে রয়েছে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রতিবাদীরা। বিজেপির একটি 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম' মার্চের ১১ তারিখ এবং মে মাসের ২৯ তারিখে অমিত শাহের হাতে একটি রিপোর্ট এই মর্মে তুলে দেয়। সম্প্রতি দিল্লী পুলিশ সেই রিপোর্টেই সীলমোহর লাগিয়েছে অথচ বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রের ভূমিকার বিরুদ্ধে কোনরকম তদন্ত করেনি পুলিশ; অথচ এই কপিল মিশ্র এবং অন্যান্য কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতারাই এতে

প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছেন এটা দিল্লীবাসীর কাছে স্পষ্ট।

অতি সম্প্রতি দিল্লী পুলিশের পক্ষ থেকে চার্জশিট তৈরী করা হয়েছে, এতে উস্কানিদাতা হিসেবে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এদের প্রায় সবাই সিএএ-এনপিআর বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন সাস্‌পেন্ডেড আপ কাউন্সিলার তাহির হুসেন, প্রাক্তন কাউন্সিলার ইশরাত জাহান, ছাত্রনেত্রী সফুরা জারগার এবং পিঞ্জরা তোড় এর সদস্য দেবাঙ্গনা কলিতা এবং নাতাশা নারওয়াল। শোনা যাচ্ছে চার্জশিটটি নাকি ১৭৫০০ পাতার; অর্থাৎ বহু ভুরি ভুরি মিথ্যা কথা যে সাজানো হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। দিন কয়েক আগে যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল তাতে নাম ছিল সিপিএম এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জয়তী ঘোষ এবং স্বরাজ পার্টির নেতা বিশিষ্ট সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদবের। তবে এবারের চার্জশিটে তাঁদের নামের উল্লেখ থাকলেও অভিযুক্তদের তালিকাতে নেই। স্পষ্টতই ফ্যাসীবাদের বিরোধিতা করে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের বিরোধিতা, দেউলিয়া অর্থনীতির বিরোধিতা যেই করবে যে স্তরেই তা হোক না কেন, তাদের প্রতি সরাসরি একটাই বার্তা।

তবে দিল্লী পুলিশ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর সমস্ত নখ দাঁত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের উপর। এঁকেই দাঙ্গার মূল চক্রান্তকারী হিসেবে ফাঁসানোর ছক কষছে দিল্লী পুলিশ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা রাষ্ট্র। এবারের চার্জশিটে তাঁর নাম নেই বটে কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে আরো পাতার পর পাতা জুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাপ্‌লিমেন্টারী চার্জশিট দেওয়া হবে দিল্লী পুলিশের তরফে। ৩১ জুলাই উমর খালিদকে পুলিশ টানা ৫ ঘন্টা জেরা করে। রবিবার অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তার আগে টানা ১২ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁকে। বর্তমানে উমর খালিদ ইউএপিএ-তে আটক রয়েছেন। বলা বাহুল্য, উমর খালিদ সিএএ-এনপিআর

বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ। তাঁকে শায়েস্তা করতে রাষ্ট্র

সমস্ত রকম মুখোশ খুলে ফেলেছে। উমর খালিদের সাথে দিল্লী পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে জেএনইউ-র পিএইচডি গবেষক শার্জিল ইমামের বিরুদ্ধেও।

উমর খালিদ গ্রেপ্তার হয়েছেন, ইউএপিএ-র ধারা দেওয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে অথচ দিল্লী দাঙ্গা বা গণহত্যার মূল পান্ডা কপিল মিশ্রর বিরুদ্ধে কোনরকম চার্জশিট দেয় নি পুলিশ উল্টে এই কপিল মিশ্র দিল্লী পুলিশকে দেদার সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং উমর খালিদের ফাঁসী চেয়েছে! লজ্জার মাথা খাওয়া দিল্লী পুলিশ এর বিরুদ্ধে এখনো নিশ্চুপ।

তবে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। গ্রেপ্তারি এবং মিথ্যা মামলা, স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অনেকেই। পুলিশের প্রাক্তন কর্তারা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী, সমাজকর্মী অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন উমর খালিদের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে।

২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সিডিআরও-র উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্য ইফটু সভাপতি কমরেড আশিস দাশগুপ্ত

ভয়ের নাগ পাশ থেকে বেরিয়ে আসছেন শ্রমজীবী মানুষ যাদের ঐক্যবদ্ধ রূপকে ফ্যাসিস্টরা সবচাইতে বেশী ভয় পায়।

উমর খালিদ সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি চাই

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০। সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চের পক্ষে পূর্ণেন্দুশেখর মুখার্জি ও সুশান্ত ঝা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মারফত বলেছেন—

"দিল্লির ফেব্রুয়ারি হিংসার সঙ্গে জড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা আইন (UAPA)-এর মিথ্যা অভিযোগে ছাত্রনেতা উমর খালিদকে যে ভাবে গ্রেফতার করা হল ও তথাকথিত ১১ লক্ষ পাতার নথির বিবরণ নিয়ে জেরার জন্য দিল্লি পুলিশের হেফাজতে ১০ দিনের জন্য আদালত কর্তৃক তুলে দেওয়া হল, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চ তার তীব্র নিন্দা করছে। শাসক মোদি সরকার পরিকল্পিতভাবে ছাত্রনেতাদের, সিএএ-এনআরসি-এনপিআর বিরোধী আন্দোলনকারী নেতাদের ও হিন্দুরাষ্ট্র তথা বল্গাহীন ফ্যাসিবাদ স্থাপনের জন্য আরএসএস-বিজেপির যে কুৎসিত ষড়যন্ত্র ও প্রয়াস তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী, নেতা ও প্রগতিশীল মানুষদের উপর হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে এসেছে। মহারাষ্ট্রের ভীমা কোরেগাঁও এ দলিতদের উপর আক্রমণ ও এ বছর ফেব্রুয়ারীতে দিল্লিতে সংখ্যালঘুদের উপর উচ্চবর্ণ হিন্দুবাদীদের দ্বারা আক্রমণ ও হত্যালীলা চালানোর যে ঘটনা সেগুলোর নিন্দা না করে ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তি না দিয়ে এইসব ঘটনাগুলিকে বিপরীতভাবে দাঁড় করিয়ে ষড়যন্ত্রের নামে বিভিন্ন বিপ্লবী প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ ও সরকার বিরোধী লোকজনকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো ও কারাবন্দি করা হচ্ছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এগুলো কাদের পরিকল্পনা। সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চ আরএসএস বিজেপি সরকারের এই ধরনের অপকর্মের নিন্দা করছে। মঞ্চ উমর খালিদের পুলিশি হেফাজত বাতিল ও উমর খালিদ সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি ও তাদের উপর সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।"

পাতিয়ালায় কৃষক জমায়েতে বর্বর আক্রমণ আরএসএস-বিজেপি সরকারের পুলিশের

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০। পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় জমিন প্রাপ্তি সংঘর্ষ কমিটির আহ্বানে কয়েক হাজার কৃষক নারী পুরুষ জমির দাবি সহ নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রাজকীয় বাসভবন শাহীমহলের সামনে বিক্ষোভ জমায়েতে সামিল হন। পুলিশ শান্তিপূর্ণ এই জমায়েতে বর্বরভাবে লাঠি চালায়।

পাতিয়ালায় জমিন প্রাপ্তি সংঘর্ষ কমিটির বিক্ষোভ জমায়েত

তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৪০০ জন গ্রেফতার হন।

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুশান্ত ঝা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন—

“পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় জমিন প্রাপ্তি সংঘর্ষ কমিটি (ZPSC)-র নেতৃত্বে জমির দাবিতে, মাইক্রো-ফাইনান্স কোম্পানি দ্বারা জবরদস্তি ঋণ আদায়ের বিরুদ্ধে ও ঋণ মকুবের দাবিতে আজ ১৫ ই সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে হাজার হাজার নারী-পুরুষের বিক্ষোভ মিছিল ছিল, শাহী মহল

রয়াল প্যালেসের রাস্তায় তার উপর ব্যাপক পুলিশি হামলা চালানো হয়েছে। সিপিআই(এম-এল)-নিউ ডেমোক্রেসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করছে। অবিলম্বে বিক্ষোভকারীদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া,

আহতের সুচিকিৎসা ও গ্রেপ্তার হওয়া বিক্ষোভকারীদের মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।"

১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পিওয়াইএল, ইফটু ও এআইকেএমএস যৌথভাবে পাতিয়ালার কৃষকদের সংহতিতে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদ জানায়।

১৪ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির মোহিত নগর চৌরঙ্গী মোড়ে এআইকেএসসিসি-র ডাকে কালা কৃষি বিল বিরোধিতায় প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে কৃষকরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে

কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল সারা দেশ

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনে দিল্লীর যন্তর মন্তরে এআইকেএসসিসি-র নেতৃত্ব (১) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (সংশোধনী) বিল, (২) মূল্যের নিশ্চয়তা ও কৃষি পরিষেবা সংক্রান্ত কৃষক চুক্তি, ২০২০ বিল, (৩) কৃষিজ উৎপাদনের ব্যবসা ও বাণিজ্য (উন্নয়ন ও সহায়তা) বিল, ২০২০ এবং (৪) বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। একই সময়ে দেশের ২০টি রাজ্যের ৫০০০ এর বেশী জায়গায় লক্ষ লক্ষ কৃষক একই দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন।

কৃষকদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার বরং স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সি২+৫০% সূত্র অনুযায়ী ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করুক এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নীচে যাতে ফসল বিক্রি না করতে হয় সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিৎ করুক।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃষকদের হুঁশিয়ারি— অন্যথায় তাঁদের আন্দোলন চলবে, আরো উচ্চতর স্তরের সংগ্রামের রূপ ধারণ করবে।

ইতিমধ্যে ২০ সেপ্টেম্বর সংসদের দুই কক্ষেই পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে কৃষি সম্পর্কিত কালা কানুনগুলি। কৃষক আন্দোলনের চাপে সরকার ঘোষণা করেছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও। কিন্তু কোনও সূত্রের ধার ধারে নি সরকার। গতবছরের তুলনায় ২.৬% মাত্র বাড়ানো হয়েছে। গমের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হয়েছে ক্যুইন্টাল পিছু মাত্র ১৯২৫ টাকা। যদিও এই মুহূর্তে কৃষক ১ ক্যুইন্টাল গম খোলা বাজারে বিক্রি করে পাচ্ছেন ১৪০০ টাকা। সরকারি ফসল কেনার উদ্যোগ বন্ধ, অন্তত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল বিক্রি করতে পারার কোনো আইনী রক্ষাকবচ কৃষকদের দিতে নারাজ সরকার। এআইকেএসসিসি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

সাসারামে জমির দাবিতে, জঙ্গলের অধিকারের দাবিতে

ঘেরাও রোহতাস ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিহারের সাসারামে কয়েক হাজার ভূমিহীন কৃষক, দলিত, অনগ্রসর, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষ জেলা এআইকেএমএস-এর নেতৃত্বে মিছিল করে গিয়ে ঘেরাও করলেন

রোহতাস ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের কার্যালয়, পেশ করলেন তাঁদের দাবিপত্র।

জেলা এআইকেএমএস-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড সঞ্জয় কুমার ঘোষণা করলেন, তাঁরা কোনো ভিক্ষা চাইতে আসেন নি, এসেছেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে, তাঁদের

রণধ্বনি সকলকে শোনাতে।

জমায়েতের দাবি ছিল জল-জমি-জঙ্গলের সম্পদের উপর মানুষের চিরন্তন অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সিলিং বহির্ভূত জমি, বর্গা জমি, বেনামী জমি ও বিহার সরকারের জমি বন্টন করতে হবে।

বৃহত্তর আন্দোলনের পথে কৃষকরা

- সরকারকে হুঁশিয়ারি এআইকেএসসিসি-র— ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সুনিশ্চিত না করলে এবং ফসলের দাম/সরকারি ফসল সংগ্রহের নিরাপত্তা ও গরীবদের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় বহুজাতিক কোম্পানী ও কর্পোরেটের হাতে তুলে দিলে দেশ জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বলবে।
- কর্পোরেট ভাগাও/কিষানি বাঁচাও — এই লক্ষ্যে দিল্লী ঘেরাও করা হবে।
- মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে এআইকেএসসিসি-র আবেদন— কৃষক বিরোধী এই বিলগুলিতে আপনি সম্মতি দেবেন না।
- ২১ সেপ্টেম্বর থেকেই গ্রামে গ্রামে পুড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কুশপুতুল।
- ২৫ সেপ্টেম্বর বন্ধ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও সন্নিহিত এলাকায়। ঐ দিনই গোটা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হবেন।
- এই কৃষক বিরোধী আইনের যারা সমর্থক তাদের করা হবে সামাজিক বয়কট।

সংগ্রামী কৃষকদের সংহতিতে ২৫শের সংগ্রামে সামিল শ্রমিকরা

ইফটু-র জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি মারফত বলা হয়েছে, "কৃষি সংস্কারের বিরুদ্ধে কৃষকদের এটা অত্যন্ত ন্যায্য সংগ্রাম এবং সমাজের সকল অংশের গণতান্ত্রিক মানুষের এই সংগ্রামের সমর্থনে দাঁড়ানো প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রেণিও আজ আক্রান্ত— শ্রম আইন সংশোধন করে, ৪টি শ্রম কোড বানিয়ে আক্রমণ নামানো হয়েছে তাদের উপর। এই অত্যন্ত সংকটকালে শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য সংগ্রামী কৃষকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে তাদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানো।

ইফটু জাতীয় কমিটি কৃষকদের ন্যায্য সংগ্রামকে, ২৫শের বন্ধকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।"

চলমান কৃষক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসির

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি মারফত বলা হয়েছে, "সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি ৩টি (কৃষি) বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কৃষক সংগঠনগুলি কর্তৃক পথ অবরোধকে আমরা সমর্থন করি। ২৫ সেপ্টেম্বরের বন্‌ধ ও প্রতিরোধের যে ডাক দেওয়া হয়েছে আমরা তাকে সমর্থন করি এবং আন্দোলন আরো ছড়িয়ে পড়ার, আরো তীব্র হয়ে ওঠার সাথে সাথে বিক্ষোভের যা যা রূপ হবে আমরা সেগুলিকেও সমর্থন করব। সকল বিপ্লবী কর্মীর প্রতি, দরদী-সমর্থকদের প্রতি পার্টির আহ্বান— সর্বাত্মকভাবে এই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করুন, সমর্থন করুন, অংশগ্রহণ করুন। শ্রমিক, ছাত্র, যুব সহ জনগণের সমস্ত অংশের প্রতি আমাদের আহ্বান— এই সংগ্রামকে সর্বোতভাবে সমর্থন করুন, সংগ্রামে অংশ নিন। ধাপে ধাপে অধ্যবসায়ের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে এই সংগ্রাম, ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে, তীব্রতর করে তুলতে হবে, যাতে ভারতীয় কৃষক ও ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করা যায়। এখন কাজ করার সময়। কেউ যেন বাদ না পড়েন।"

জনবিরোধী কৃষি বিলের প্রতিবাদে এআইকেএসসিসি-র ডাকা ২৫ শে সেপ্টেম্বরের ভারতব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন করুন।

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি বীরভূম-বর্ধমান আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেড শৈলেন মিশ্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী ও কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ইফটু ও ভ্রাতৃপ্রতীম ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ২৩ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদের অংশ এরাজ্যও

ডালহৌসি, কলকাতা

এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা

মোহন বিস্কুট ফ্যাক্টরি, ডানকুনি, হুগলী

রিষড়া, হুগলী

পান্ডবেশ্বর, পশ্চিম বর্ধমান

শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর ১১৪ তম জন্মদিন ২৮ সেপ্টেম্বর আজ যখন শাসকেরা শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ধর্মীয় ভেদাভেদকে ব্যবহার করছে নগ্নভাবে, তখন তাঁর লেখা 'কেন আমি নাস্তিক' বই থেকে এই উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক।

..."আমার মতে যুক্তিতর্কের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে করায়ত্ত করেছেন এমন যে কোনো ব্যক্তি যুক্তির সাহায্যে তার পারিপার্শ্বিককে বুঝতে চান। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব সেখানে দর্শনই মুখ্য স্থান গ্রহণ করে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি আমার কোনো বিপ্লবী বন্ধু বলতেন যে, দর্শন হচ্ছে মানুষের দুর্বলতার ফলশ্রুতি। যখন আমাদের পূর্ব পুরুষদের এ জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এর কেন কোথা থেকে ইত্যাদি প্রশ্নগুলির রহস্য উদঘাটন করার মতো প্রচুর অবকাশ ছিল তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রচন্ড অভাবের জন্য প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব উপায়ে এই সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতেন। এজন্য বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা কোনো কোনো সময় শত্রুতামূলক বা বিরুদ্ধ আকার ধরণ করে। পার্থক্য কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নয়, পার্থক্য রয়েছে দর্শনগুলির মধ্যে একই গোলার্ধের বিভিন্ন রকম চিন্তার মধ্যেও, প্রাচ্য ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমান বিশ্বাস আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেবল ভারতবর্ষেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের থেকে কোনো কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেই আবার রয়েছে আর্য সমাজ ও সনাতন ধর্মের মতো বিরুদ্ধ মতবাদ। চার্বাক অতীত দিনের আরেকজন স্বাধীন চিন্তাবিদ। প্রাচীনকালে তিনি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। মৌলিক প্রশ্নে এ সকল ধর্মের প্রত্যেকটি একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই ভাবে যে সে নিজে সঠিক, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। প্রাচীন ঋষি ও চিন্তাবিদ্‌দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাণীকে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করে, এ রহস্যের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে, অলসের মতো আমরা বিশ্বাস নিয়ে চেঁচামেচি করেছি, তাদের বক্তব্যের প্রতি অনড় অচল আস্থা প্রদর্শন করেছি এবং এভাবে আমরা মানব প্রগতির পথে বাধা হওয়ার অপরাধে অপরাধী।"

গুজরাট পুলিশ কর্তৃক আইনী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের অবৈধ গ্রেপ্তারীর বিরুদ্ধে ইফটু জাতীয় কমিটি

ইফটু জাতীয় কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ১৮ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে গুজরাট পুলিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অসীম রায় (সভাপতি CMP), বিজয় পাঞ্চাল (সম্পাদক CMP) সহ ভদোদরা জেলার ন্যাশনাল বিয়ারিং কোম্পানীর ৮ শ্রমিক নেতাকে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভুয়া অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ এই ব্যক্তিরা নাকি ভদোদরা শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের নামে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছেন। ওই অঞ্চলে বেশ কিছু বহুজাতিক কারখানাও রয়েছে। ১৯ তারিখে ২০০০ এরও বেশি শ্রমিক এই অবৈধ গ্রেপ্তারীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামে, ফলশ্রুতিতে ঐ নেতারা জামিনে মুক্তি পান।

আইনী ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে এই বাধাদানের বিরুদ্ধে ইফটু তীব্র ধিক্কার জানায়। এ ঘটনা BJP-RSS ও রাজ্য সরকারগুলির ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম ও শ্রমিক অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অভিযানেরই অঙ্গীভূত। এইভাবেই তারা শ্রম কোড প্রণয়ন করার নামে শ্রম অধিকারকে শেষ করে দিতে চাইছে। আমরা গুজরাট সরকারের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এই গ্রেপ্তারীর উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যাতে ইউনিয়নগত কার্যকলাপ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকেন। শ্রমিকদের ইউনিয়নভুক্ত করা ও শ্রমিক অধিকারের পক্ষে সংগ্রামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য CMP-র সংগ্রামকে আমরা সমর্থন জানাই এবং ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণিকে আহ্বান জানাই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রক্ষা ও শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম গড়ে তুলতে।

কৃষি-কৃষক ও দেশ ধ্বংসকারী নয়া কৃষি বিল বাতিল কর।

রেলের বেসরকারিকরণ
জনগণের সর্বনাশ, কর্পোরেটের পৌষমাস
-নবীন কর্মকার

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে দ্রুত বিলগ্নীকরণ এবং বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। দেশের সরকারি পরিবহণ সংস্থা ভারতীয় রেলের ওপর এই বেসরকারিকরণের কোপ কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হলেও সম্প্রতি রেলমন্ত্রক ঘোষণা করেছে স্টেশনগুলির দ্রুত বেসরকারিকরণ, ১৫১টি বেসরকারি ট্রেন চালু, পণ্য করিডোরে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ এবং কোচ ও লোকোমোটিভ কারখানাগুলি বিক্রি করা হবে। ভারতীয় রেলের সাতটি সংস্থাকে মিশিয়ে একটি সংস্থা তৈরি করা হবে ও সেগুলির শেয়ার বিক্রি করা হবে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, বারাণসী ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, পতিয়ালা ডিজেল লোকো মডার্নাইজেশন ওয়ার্কস, চেন্নাই ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, কাপুরথালা রেল কোচ ফ্যাক্টরি, বেঙ্গালুরু হুইল অ্যান্ড অ্যাক্সিল ফ্যাক্টরি এবং রায়বেরিলি মডার্ন রেল কোচ ফ্যাক্টরিকে একটি সংস্থায় মিলিয়ে দেওয়া হবে। আন্তঃশহর এক্সপ্রেস (ইন্টারসিটি) ও কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই সেকেন্দ্রাবাদের লোকাল ট্রেন বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া হবে। বহু ট্রেন চিরকালের মত বাতিল করে দেওয়া হবে এবং কম লাভজনক স্টেশনগুলিকে পর্যায়ক্রমে তুলে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে যাতায়াত করে এমন ১৭ জোড়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হবে যাদের মধ্যে রয়েছে হাওড়া-অমৃতসর, তুফান মেল, হাওড়া-রাজগির, কলকাতা-পাটনা, শিয়ালদহ-সীতামারি প্রভৃতি। ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ-দিল্লি বেসরকারি বিলাসবহুল 'তেজস ট্রেন' চালু হয়েছে। রেলমন্ত্রী বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বেসরকারি মালিকদের হাত ধরে। বিভিন্ন এলাকার রেলের জমিগুলোও দীর্ঘমেয়াদি লিজে দেওয়া হবে। রেলের জমিতে বেসরকারি কোম্পানিগুলি শপিং মল, সিনেমা হল, হোটেল, স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে

তুলবে। যে স্টেশনগুলিকে বেসরকারিকরণ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে কানপুর সেন্ট্রাল, এলাহাবাদ, উদয়পুর, হাওড়া, ইন্দোর প্রভৃতি। বিশ্বমানের পরিষেবার নামে এই সমস্ত স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম টিকিট, পার্কিং ফি, খাবারের দাম ২০-২৫ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। ইতিমধ্যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ঘন্টা প্রতি টাকার বিনিময়ে ওয়েটিং লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অন্য দিকে স্থান সংকোচনের দোহাই দিয়ে বিনামূল্যের সাধারণ যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলিকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেলে বেসরকারিকরণের ফলে শুধু মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া বাড়বে তাই নয়, লোকাল ট্রেনগুলিও এটার থেকে ছাড় পাবে না। এ দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ যারা প্রতিদিন নানা প্রয়োজনে শহরে যান, লোকাল ট্রেনে তুলনামূলক কম ভাড়ায় যাতায়াত করেন, তাদের অবস্থা হয়ে উঠবে অসহনীয়। আগামী দিনে ভারতীয় রেলকে ভিত্তি করে বেঁচে থাকা হাজার হাজার হকার স্টেশনে প্রবেশ করতেই পারবে না ফলে তাদের জীবন জীবিকা বিপন্ন হবে।

ভারতীয় রেলের সংস্কার প্রক্রিয়ার আরেকটি লক্ষ্য হল কর্মী সংকোচন। এটা সরকারের দীর্ঘ দিনের ঘোষিত লক্ষ্য এবং ধারাবাহিক ভাবে তারা তা করে চলেছে। এবার সেই প্রক্রিয়াটিকে আরো সংহত করা হয়েছে। ৪ লাখ রেল কর্মচারী ছাঁটাই প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে কর্মচারীদের ৫৫ বছর বয়স অথবা ৩০ বছর চাকরি (যেটা আগে) হলেই তাদের বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছাবসর দেওয়ার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। স্থায়ী কর্মীরা যে সব কাজ করতেন, সেগুলি এর পর থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দিয়ে করানো হবে।

ভারতীয় রেলের এই সংস্কার পর্ব অতি অবশ্যই নব্বই-এর দশকে গৃহীত উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-ভুবনায়নের নীতির ধারাবাহিকতা, যা নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় পর্বের শাসনকালে আরো দ্রুত এবং আগ্রাসী। এই সংস্কার শুধু দেশের সম্পদকে কর্পোরেট হাঙরদের হাতে তুলে দিতে দায়বদ্ধই নয়, একই সঙ্গে তা উচ্চবিত্ত শ্রেণির স্বার্থানুসারী। আশ্চর্যের ব্যাপার হল,

পরিস্থিতির আঁচ পেয়েও অধিকাংশ বড় স্বীকৃত রেল কর্মচারী ইউনিয়নগুলি এখনও নীরব। বারবার আন্দোলনের কথা বললেও শেষ পর্যন্ত আপোশের পথেই খুশি থেকেছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। কিন্তু রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে লাগাতার লড়াইয়ের কর্মসূচি নিয়েছে। তারই অংশ হিসাবে গত ২৪ জুলাই IFTU-র পক্ষ থেকে রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে চাই গণপ্রতিরোধ। শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াই ছাড়া একে প্রতিহত করা যাবে না।

কম. চন্দ্রমের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না— অবিলম্বে তাঁর মুক্তি চাই

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কম. চন্দ্রমের (পি আদি নারায়ণস্বামী) গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। তাঁকে পশ্চিম গোদাবরীর জঙ্গাগুড়েমের (এপি) এক ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় ও বিচারাধীন আসামী হিসাবে হাজতে প্রেরণ করা হয়। কম. চন্দ্রম তাঁরই নেতৃত্বাধীন সিপিআই(এম-এল) এন ডি'র সাধারণ সম্পাদক। তাঁর সাথে ওই সংগঠনেরই গুন্টুর জেলা সম্পাদক কম. ব্রহ্মাইয়াকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

কম. চন্দ্রম ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে এক দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন ঐক্যবদ্ধ অন্ধ্রের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সংগ্রামের গোড়াপত্তন থেকে তিনি এক একনিষ্ঠ কমরেড। কম. চন্দ্রপুল্লা রেড্ডীর নেতৃত্বে গোদাবরী অঞ্চলের প্রতিরোধ সংগ্রামের গঠনকাল থেকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পথে বরাবর তিনি অবিচল আছেন এবং ১৯৬৯ সাল থেকে গোপন বিপ্লবী জীবন যাপন করে চলেছেন।

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি দাবি জানাচ্ছে— তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা চাপানো চলবে না এবং অবিলম্বে তাকে মুক্তি দিতে হবে। ভুয়া মামলা দিয়ে ও গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী সংগ্রামকে দমন করা যাবে না। পার্টি সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনকে এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাতে আহ্বান করছে।

হুগলী শিল্পাঞ্চল : লক ডাউনের পর

—আশিস দাশগুপ্ত

❐ জয়শ্রী টেক্সটাইলস, রিষড়া :

IFTU ইউনিয়নের প্রতিনিধি বললেন—

যো মোদিনে কহা থা— 'করোনা সিচুয়েশনকো ফয়দা লুটো', ওহি আজ মালিক লোগোঁকা বেদ, কুরাণ, বাইবেল বন গয়া, শ্রম আইন তো শ্রম ফাইন বন গিয়া।

গ্রাসিম কা মান্যতা প্রাপ্ত ইয়ে জয়শ্রী টেক্সটাইল মে কর্মচারী সংখ্যা কুল মিলাকে ৫৬০০। পার্মানেন্ট ৯৯৬, ঠিকা ৯০০, বদলি ৩০০০, সিকিউরিটি ১০০, স্টাফ ৬০০।

২৩ মার্চ, ২০২০ লকডাউন কা নোটিশ, কারখানা বন্ধ। লকডাউন পিরিয়ড কা মজুরি ৩১ মে তক্ পিছলে ২ সালকে হাজিরিকা মোতাবিক পেমেন্ট হুয়া। ৯ মে সে কারখানা চালু হুয়া। জুন সে শুরু হুয়া কাটৌতি। জুনে পেমেন্ট হল ২৪ দিন হাজিরা বেসিসে। অব হুয়া ২০ দিন হাজিরা বেসিস।

খালি পার্মানেন্ট শ্রমিককো কামমে লিয়া। ৫ ডিপাট নহী, দো ডিপাট মে কাম চালু কিয়া। ফ্ল্যাক্স ঔর ফ্যাব্রিক, কভি কভি উন ডিপাট। বাস্ ১০০০-১২০০ কো কাম চালু হ্যায়।

ইঁহা বায়োমেট্রিক খালি গেট মে নহী। এক ডিপাট সে দুসরা ডিপাটমে যানেসে ভি বায়ো চেক হোগা। য়ুনিয়ন প্রতিনিধি কা লিয়ে নয়া করপোরেট লকডাউন। ইয়ে পহেলে সি চালু থা—IFTU ফাইট কিয়া, IFTU সেক্রেটারিকো ৮ মাহিনা পেমেন্ট অভি ভি রুকা হ্যায়।

অব ৩০% প্রোডাকশন চালু থা। ১ সেপ্টেম্বর সে ৪০% হুয়া।

অর্ডার? বহুৎ হ্যায়, নহী তো প্রোডাকশন কিঁউ বড়ায়গা? হমারা লিনেন কা ডোমেষ্টিক ডিমান্ড হ্যায় ৭০% । (হেসে বললেন) ইয়ে সফেদ লিনেন সবসে জাদা পিন্‌তে হ্যায় ওয়হ কালা নেতা লোগজী। ডোমেষ্টিক সাপ্লাই সবসে যাদা ৭০% সাপ্লাই সাউথ ইন্ডিয়ামে যাতা হ্যায়।

ওয়ার্কারকো লিয়ে পয়সা নেহী হ্যায়— লেকিন ইয়েহী

আদিত্য বিড়লা গ্রুপ ৪০০ ক্রোর রূপিয়া PM CARE মে ভেট দেতে হ্যায়— ঔর ১০০ ক্রোর রূপিয়া দান করতে হ্যায় এহি কারখানামে হো গিয়া এক ঔর এক ওয়ার্কার ভি লড় রহা হ্যায়।

ছবিটি ইউনিয়নগুলির কাছে পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ

দুখ কি বাত হ্যায় কোভিড-১৯ মে যব কি হমারা কোভিড সে মৌত ওয়ার্কার কো— কোভিড সে আভি

ইয়ে সব কা খিলাফ বাকী ৭ ইউনিয়ন কুছ ভি নহী করেগা। IFTU আন্দোলন কা প্রস্তুতি চালা রহা হ্যায়।

❒ হিন্দুস্তান গ্লাস, রিষড়া :

ইউনিয়নের IFTU প্রতিনিধি বললেন—

২৩ মার্চ লকডাউনে কারখানা বন্ধ হল টানা ২৩ দিন। তারপর থেকে পুরো উৎপাদন চালু হল পুরো শ্রমিকদের নিয়ে। এখানে স্থায়ী কর্মী ৫০০, ঠিকা ১২৫০। পুরো নিতেই হবে কারণ, গ্লাস ট্যাঙ্ক ফার্নেস টানা না চালালে লস্।

প্রথমেই শ্রমিক অশান্তি— কোনো শ্রমিককেই ওই ২৩ দিনের এক পয়সা দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে IFTU কাজও বন্ধ করার বার্তা দেয় ঠিকা শ্রমিকদের সাথে নিয়ে। ফলে প্রায় ৪০০ ঠিকা শ্রমিক যৌথ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে IFTU তে যোগ দেয়। কিন্তু আজও স্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের লকডাউন মজুরি আদায় করা যায়নি।

IFTU আরও এক দাবি সামনে এনেছে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন কাঠামোতে গ্লাস শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৫০ টাকা প্রতিদিন। কিন্তু বিভিন্ন আইনী ফাঁকফোকর দেখিয়ে ওই বাড়তি প্রাপ্য মজুরি কেটে নেওয়া হচ্ছে। এবং স্থায়ী কর্মাদের PL ও CL এবং যাবতীয় অগ্রিম বাবদ নেওয়া টাকা এক বারেই কাটা হচ্ছে।

এখানে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলনের ফলে শ্রমিকরা লড়াইয়ের এক নতুন দিশা খুঁজে পাচ্ছেন।

দেশে শিল্প উৎপাদন
গভীর ক্ষতের পূর্বাভাস

—নবীন কর্মকার

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক নিজস্ব প্রতিবেদনে (১১/০৯/২০২০) বলেছে শিল্পে সঙ্কোচন চলছেই। জুলাইয়ের শিল্পোৎপাদন কমেছে আগের বছরের তুলনায় (-) ১০.৪% । যার কারণ মূলত খনন (-১৩%), কল-কারখানা (-১১.১%) ও বিদ্যুতের (-২.৫%) সঙ্কুচিত উৎপাদন। টিভি, ফ্রিজের মতো দীর্ঘমেয়াদি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও কমেছে ২৩.৬% আর গড়পড়তা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন গতবছর জুলাই-তে ছিল ৮.৫%, এবছর কমে হয়েছে ৬.৭% । সরকার অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বললেও, এই অনিশ্চয়তা কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তার উপরে বেকারত্ব বাড়ছে ও রোজগার কমছে। চাহিদা না-বাড়লে উৎপাদন বাড়বে কী করে? বাড়লেই বা কিনবে কে! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণর রঘুরাম রাজনও সম্প্রতি কেন্দ্রকে সতর্ক করে বলেছিলেন, এখনই ত্রাণ না-দিলে অর্থনীতির জন্য বড় বিপদ অপেক্ষা করছে। পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সহজ হত, যদি কেন্দ্র সাধারণ মানুষকে সরাসরি আর্থিক ত্রাণ দিতে পারত।

গত এপ্রিল-জুনে জিডিপি বৃদ্ধির হার শূন্যের ২৩.৯% নীচে নামতেই, পুরো অর্থবর্ষে তা সঙ্কোচনের আরও ভয়াবহ পূর্বাভাস দেওয়া শুরু হয়েছে। ফিচ, গোল্ডম্যান স্যাক্স, ক্রিসিল, ইক্রার মতো মূল্যায়ন ও উপদেষ্টা সংস্থাগুলির পর মুডি'জের হুঁশিয়ারি— যেভাবে কেন্দ্রের আয় কমছে ও খরচ বাড়ছে, এ বছর ভারতের ঋণ ছুঁতে পারে জিডিপি-র প্রায় ৯০%, রাজকোষ ঘাটতি হতে পারে -৭.৫%। মূল্যায়ন সংস্থা ক্রিসিলের আরও ব্যাখ্যা, ভারতে করোনার সংক্রমণ এখনও সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছায়নি। ফলে অর্থনীতিকে আরও বেশ কিছু দিন এর ধাক্কা বিপুলভাবে সামলাতে হবে।

(অন)লাইনচ্যুত

—শত্রুঘ্ন বাল্মীকি

গত মে-জুন মাস ধরে বিহার, ছত্তিসগড়, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ের ১১৫৮ জন শিক্ষার্থী ও ৪৮৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীর ৮০%-ই এই করোনাকালে লকডাউনের মধ্যে পড়াশোনা থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্যুত হয়ে রয়েছে। দেশ জুড়ে অনলাইন মাধ্যমে পড়াশোনার প্রবল প্রচারের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যে, যার মধ্যে যোগীরাজ্য অন্যতম, শিক্ষার্থীদের এই করুণ অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ঐ প্রচারের অন্তঃসারশূন্যতাকে। এদের মধ্যে ৭৫% এর কোনো ইন্টারনেট সংযোগ নেই অথবা থাকলেও ফোনে টাকা ভরবার সংগতি নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ৪০% এর কাছে অনলাইন মাধ্যমে ক্লাস করানোর মতো উপযুক্ত উপকরণ নেই। এদের মধ্যে ২০% এর এই ধরনের মাধ্যমে পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও নেই। আরও ভয়ংকর তথ্য হল ৮০% শিক্ষার্থী এখনও চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইও পায়নি। এই লকডাউন পর্বে মিড ডে মিল পেয়েছে ঐ রাজ্যগুলির মাত্র ৬৫% শিশু। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের ছবিটা অবশ্য এক্ষেত্রে ভয়াবহ— সমীক্ষা বলছে এখানকার ৯২% শিক্ষার্থীই এই করোনাকালে বঞ্চিত হয়েছে মিড ডে মিল থেকে। কোনো প্রথামাফিক সমীক্ষা হয় নি, কিন্তু এরাজ্যের ছবিও প্রায় একই রকম— জানালেন শিক্ষক বন্ধুরা।

একঝলকে এই হচ্ছে লকডাউনের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব চিত্র। বলা বাহুল্য, নয়া শিক্ষানীতিতে যতই অনলাইন মাধ্যমে পড়াশোনায় বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার কল্পনা সরকার বাহাদুর করুন না কেন, অন্তত এই সংকটকালে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের পড়াশোনাই পুরোপুরি (অন)লাইনচ্যুত। আগামীদিনে এদেরকে আবার লেখাপড়ার মধ্যে ফিরিয়ে আনাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মাধ্যমকে জনপ্রিয় করে তুলতে গিয়ে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী যদি লেখাপড়ার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত রয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে এখনই নতুন লাইনে চলতে গেলে লাইনচ্যুত হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল।

স্বামী অগ্নিবেশ প্রয়াত

ইফটু জাতীয় কমিটির প্রেস বিবৃতি

গত ১১ সেপ্টেম্বর ৮১ বছর বয়সে যকৃতের রোগের কারণে মারা গেলেন স্বামী অগ্নিবেশ। তাঁর মৃত্যু গণ আন্দোলনের পক্ষে এক বড়ো ক্ষতি, বিশেষত যখন ফ্যাসিস্ট আরএসএস-বিজেপি শাসক গোষ্ঠী গণ আন্দোলনের উপর আক্রমণ তীব্রতর করে তুলছে। স্বামী অগ্নিবেশ ঘোষিতভাবেই ফ্যাসিস্ট শাসক গোষ্ঠীর বিরোধী ছিলেন। দু'বছর আগেই ২০১৮ তে ঝাড়খন্ডে আরএসএস গুন্ডারা তাঁর উপর শারীরিক আক্রমণ নামিয়ে ছিল।

জরুরী অবস্থার পর এই আর্য সমাজী প্রচারক হরিয়ানায় জনতা পার্টি সরকারের মন্ত্রী হন। দাস শ্রমিকদের মুক্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার দরুন তিনি সকলের কাছে পরিচিত হন। তিনি জনগণের ইস্যুগুলিতে তাঁর সমর্থন দিতেন এবং গণ আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

আরএসএস-বিজেপি-র ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় জনগণ তাঁর অভাব অনুভব করবেন।

লাভজনক/অলাভজনক বিচার না করেই যে ২৬ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচতে চলেছে মোদি সরকার।

১) প্রজেক্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড ২) হিন্দুস্থান প্রিফাব লিমিটেড ৩) হসপিটাল সার্ভিসেস কনসালটেন্সী লিমিটেড ৪) ন্যাশনাল প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন ৫) ইঞ্জিনীয়ারিং প্রজেক্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ৬) ব্রিজ অ্যান্ড রুফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ৭) পবন হংস লিমিটেড ৮) হিন্দুস্থান নিউজপ্রিন্ট লিমিটেড ৯) স্কুটার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড ১০) ভারত পাম্পস অ্যান্ড কমপ্রেসর লিমিটেড ১১) হিন্দুস্থান ফ্লুরোকার্বন লিমিটেড ১২) সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড ১৩) ভারত আর্থ মুভস লিমিটেড ১৪) ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম লিমিটেড ১৫) সিমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ১৬) নাগারনর স্টিল প্ল্যান্ট লিমিটেড ১৭) অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর, সালেম স্টিল প্ল্যান্ট, ভদ্রাবতী ইউনিট (সেইল) ১৮) এয়ার ইন্ডিয়া ও তার ৫ সহযোগী ছাড়াও একটি যৌথ মালিকানাধীন সংস্থা ১৯) ড্রেজিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ২০) এইচএলএল লাইফ কেয়ার ২১) ইন্ডিয়ান মেডিসিন অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড ২২) কর্ণাটক অ্যান্টিবায়োটিক ২৩) আইটিডিসি ২৪) এইচপিসিএল ২৫) হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক্স লিমিটেড ২৬) বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র বিপ্লবী গণলাইন-এর সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে কমরেড আশিস দাশগুপ্ত কর্তৃক ১০২, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। ডিক্লারেশন নং-৯৫/৯৫, দূরভাষ- ২২৬৪-০১৩৫, email- biplabiganaline@gmail.com